যুগান্তর

তারিখ 31 JAN 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেন এগারো জন

প্রধানমন্ত্রী বিতরণ করবেন কাল

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৩ বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর ১১ জন এ পুরস্কার লাভ করলেন। বিজয়ীদের হাতে আগামীকাল বিকালে আর্থিক মূল্যমান, ক্রেস্ট এবং সনদ তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় একাডেমির সচিব আলতাফ হোসেন, পরিচালক ড. শাহিদা খাতুন, উপ-পরিচালক মুর্শিদউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- কবিতায় হেলাল হাফিজ, কথাসাহিত্যে পূরবী বসু, প্রবন্ধে মফিদুল হক, গবেষণায় যুগ্মভাবে আমিন চৌধুরী ও প্রভাংশু ত্রিপুরা, অনুবাদ সাহিত্যে কায়সার হক, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে হারুন হাবীব, ভ্রমণকাহিনী মাহফুজুর রহমান, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ সাহিত্যে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং শিশুসাহিত্যে যুগ্মভাবে কাইজার চৌধুরী ও আসলাম সানি। সাধারণত ১০টি ক্যাটাগরিতে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দিয়ে থাকে। কিন্তু এবার নাটকে কাউকে পুরস্কার দেয়া হয়নি। প্রথমবারের মতো ব্যত্যয় ঘটিয়ে জানুয়ারিতে এ বছর পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ বা ১৮ তারিখে এ পুরস্কার ঘোষণা এবং ২৬ বা ২৭ তারিখে বাংলা একাডেমি মঞ্চের আলোচনানুষ্ঠানে পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু এবার এত আগে পুরস্কার ঘোষণার তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন মহাপরিচালক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার দেয়া, পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিয়ে সারা মাস বইমেলায় আলোচনায় থাকা ও তাদের বইয়ের কাটতি বাড়ানো এবং এই পুরস্কারের মনোনয়ন সঠিক হল কিনা— তা পাঠকের মূল্যায়নের লক্ষ্যে আগেভাগেই ঘোষণা করা হল। পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমে বাংলা একাডেমির ২৫ জন ফেলো নাম প্রস্তাব করেন। ৫ সদস্যের পুরস্কার কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে। এরপর তা বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদন হয়। মহাপরিচালক ৫ সদস্যের কমিটির নাম বললেও অবশ্য সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহকৃত কমিটিতে ১০ জনের নাম দেখা গেছে। এর মধ্যে অন্তত ৭ জনের স্বাক্ষর দেখা যায়। জুরি হিসেবে চিহ্নিত ওই ব্যক্তিরা হলেন— কবি সৈয়দ শামসুল হক, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, কবি আসাদ চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া, অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কাহালি, মাহবুবা মনসুর এবং আলতাফ হোসেন।